সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ৪০০
WEEKLY BOOKLET:400

"তাফসীর নূরুল ইরফান"

থেকে ৯৯টি মাদানী ফুল (পর্ব-৩)

শুধুমাত্র মুসিবতের সময় প্রতিপালককে স্মরণ করা!!! ০৫
জান্নাতী লোকের তিনটি গুণাবলি ০৯
সাদিক ও সিদ্দিকের মধ্যে পার্থক্য ১১
সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য ১৮



উপস্থাপনায়:
আল-মদীনাতুল ইলমিয়া
Islamic Research Center

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

"তাফসীরে নুরুল ইরফান"

থেকে ৯৯টি মাদানী ফুল (পর্ব-৩)

আত্তারের দোয়া: হে আল্লাহ পাক! যে এই পুস্তিকা **"তাফসীরে নুরুল ইরফান থেকে ৯৯টি মাদানী ফুল (পর্ব-৩)"** পড়ে বা শুনে নিবে তাকে উপকার দানকারী ইলম দ্বারা ভরপুর করে দাও এবং তাকে তার মা-বাবা ও পরিবারসহ বিনা হিসাবে ক্ষমা করে দাও। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরুদ শরীফের ফযিলত

নবী করিম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ শরীফ পাঠ করল আল্লাহ পাক তার উপর দশবার রহমত নাযিল করেন। আর যে আমার উপর দশবার দরুদ শরীফ পাঠ করে আল্লাহ পাক তার উপর একশত বার রহমত নাযিল করেন, আর যে একশত বার দরুদ শরীফ পাঠ করে তবে তার উভয় চোখের মধ্যখানে লিখে দেন যে, সে নিফাক ও জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত এবং তাকে কিয়ামতের দিন শহীদদের সাথে রাখা হবে। **(মু'জামু আউসাত, ৫/২৫২, হাদিস: ২৭৩৫)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

মদীনা থেকে গুজরাট যাওয়ার হুকুম

প্রখ্যাত মুফাসসিরে কুরআন হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সাতবার হারামাইনে শারীফাইনের যিয়ারত দ্বারা ধন্য হন। একবার হজ্ব আদায় করার পর দীর্ঘদিন যাবৎ মদীনা মুনাওয়ারার মনোরম নুরানী পরিবেশে নিজের জীবনের সুন্দর দিনগুলি অতিবাহিত করলেন, অন্তরে এই আকাঙ্ক্ষা জাগরিত হতে লাগল যে, হায়! এমন কোন পন্থা যেন বের হয়ে আসে যে, সব সময়ের জন্য এই পবিত্র ভূমিতে থেকে যাওয়াটা নসিব হয়ে যায়। মসজিদে নববী শরীফের নিকটে অবস্থানকারী এক লোকের স্বপ্নে হুযুর পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দীদার নসিব হল এবং এই হুকুম পেল: "আহমদ ইয়ার খাঁন কে বল, সে যেন গুজরাট যায় এবং তাফসীরের কাজ করে" তাঁর নিকট যখন এই সংবাদ পৌঁছানো হল তখন তিনি সীমাহীন খুশি হলেন আর বলতে লাগলেন: প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবার থকেে এই হুকুম হল যে, গুজরাট যাও! সুতরাং এখন গুজরাটই আমার জন্য মদীনা। **(হায়াতে সালেক, ১২৭ পৃ:)**

মদীনে কা কুছ কাম করনা হে সৈয়্যদ
মদীনে সে মে ইসলিয়ে জা রাহা হুঁ

প্রকৃত আশিক মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ

হাকিমুল উম্মত, সত্যিকার আশিকে রাসূল, আলিমে বা আমল, সূফিয়ে বা সফা, মুফাসসিরে কুরআন হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নাম সম্পর্কে কোন আশিকে রাসূলের জানা নেই? আল্লাহ পাক পুরো বিশ্বে মুফতি সাহেবকে এবং তাঁর কিতাব ও তাফসীরকে

www.dawateislami.net

গ্রহণযোগ্যতা দান করেছেন। আর গ্রহণযোগ্যতা হবেই না কেন, তাফসীর লিখার হুকুম তো তিনি প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবার থেকে পেয়েছেন। মুফতি সাহেবের দুটি প্রখ্যাত তাফসীর রয়েছে: (১) তাফসীরে নুরুল ইরফান (২) তাফসীরে নঈমী (এই দুইটি তাফসীর মুফতি সাহেব সম্পন্ন করতে পারেননি) ১১ পারা তাফসীর লিখার পর তাঁর ইন্তেকাল হয়ে যায়। হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর সময়ের অনেক বড় আলিমে দ্বীন ও মুহাদ্দিস ছিলেন। তাঁর লেখনী পড়লে মনে হয় যেন প্রত্যেক লাইন থেকে ইশকে রাসূলের ঝর্ণা বের হচ্ছে। কুরআনের তাফসীর হোক বা হাদিসের ব্যাখ্যা, মুফতি সাহেব শানে মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বর্ণনা করার কোন সুযোগ হাত ছাড়া করতেন না। আকলী দলিল (যৌক্তিক দলিল) দ্বারা প্রভাবিত হওয়া লোকদের আকলী আর সাধারণ মুসলমানদের নকলী (কুরআন ও হাদিস থেকে) উপমা দিতেন, যদি বান্দা সমালোচনার চশমা না পরে থাকে তবে হতবাক হয়ে উঠবে। এই পুস্তিকা তাঁর প্রখ্যাত তাফসীর "নুরুল ইরফান" এর সাবলীলতার সাথে সম্পৃক্ত। আল্লাহ পাক মুফতি সাহেবের মাজারে রহমত ও নুরের বর্ষণ করুক এবং আমাদেরকে তাঁর ফয়েয দ্বারা ভরপুর করুক।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

নুরুল ইরফানের মাদানী ফুলের উপর কাজ করার ধরন

"তাফসীরে নুরুল ইরফান" থেকে মাদানী ফুলের পুস্তিকা তৈরী করার জন্য নঈমী কিতাব খানা থেকে প্রকাশিত কপি, নম্বর (N163) এর উপর কাজ করা হয়েছে। নবী করিম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নাম এবং উপাধি শরীফের পাশে দরুদে পাক, আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام এর সাথে

www.dawateislami.net

সালাম, সাহাবায়ে কেরাম (رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ) এবং আউলিয়ায়ে কেরাম (رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِمۡ) এর আলোচনার সময় ترضّی ও ترحیم (অর্থাৎ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ও رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ) বৃদ্ধি করা হয়েছে। প্রত্যেক মাদানী ফুলের পর উদ্বৃতি দেওয়া হয়েছে। জটিল শব্দের অর্থ ব্রেকেটে উল্লেখ করা হয়েছে এবং কিছু জায়গায় জটিল শব্দের উচ্চারণ ও হরকত দিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রয়োজনে ইংরেজি শব্দও সংযোজন করা হয়েছে। পুরনো উর্দুর কিছু শব্দ বা বাক্যকে বর্তমানে প্রচলিত উর্দুর সাথে সহজ করার চেষ্টা করা হয়েছে। কিছু জায়গায় জটিল মাদানী ফুলের সারাংশ বর্ণনা করা হয়েছে। কিছু জায়গায় বাণীর শিরোনাম দেওয়া হয়েছে যাতে পাঠকের মধ্যে বাণীর গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। মুফতি সাহেব অনেক জায়গায় তাফসীর বিষয়ক বিষয়াদি বর্ণনা করতে গিয়ে প্রাসঙ্গিক হাদিস শরীফ বর্ণনা করেছেন। পাঠকের আগ্রহের জন্য ওই সমস্ত হাদিসের তাখরীজও করা হয়েছে। কিছু ক্ষেত্রে বিষয়বস্তু অনুসারে পাঠকদের নেকীর প্রতি উৎসাহ দেওয়া ইত্যাদি ইফাদাত বিভাগ " সাপ্তাহিক পুস্তিকা অধ্যয়ন" এর সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

শুধুমাত্র এমন মাদানী ফুলসমূহ বাকি রাখা হয়েছে যেগুলো আলাদাভাবে একটি বাণী। এই ধরনের বাণী বুঝার জন্য আয়াতে মুবারকার প্রয়োজন রয়েছে, সেগুলো পুস্তিকায় সম্পৃক্ত না করার চেষ্টা করা হয়েছে।

সূরা ইউনুস থেকে প্রাপ্ত ২৬টি খুব সুন্দর কথা

(১) আল্লাহ পাক ছয়টি সময়ে এই কারণে আসমান ও যমিন বানিয়েছেন যাতে বান্দারা শিক্ষাগ্রহণ করে যে, কাজের মধ্যে তাড়াহুড়া করা অনুচিত। **(তাফসীরে নুরুল ইরফান, ২৫০ পৃ:)**

www.dawateislami.net

(২) রাত প্রথমে, দিন পরে আর রাত, দিন থেকে উত্তম, রাত মুনাজাতের আশিকদের রাত, দিন পরিশ্রম ও বিদায়ের সময়। প্রত্যেক রাতে দোয়া কবুল হওয়ার মূহুর্ত থাকে কিন্তু দিনে শুধুমাত্র জুমাতে অর্থাৎ সপ্তাহে শুধুমাত্র একদিন দোয়া কবুলের সময় হয়ে থাকে।

(তাফসীরে নুরুল ইরফান, ৭৭৬ পৃ:)

(৩) অবাধ্য ও উদাসিন লোকের দীর্ঘ হায়াত পাওয়াটা আল্লাহ পাকের আযাব, যেমনিভাবে সালেহীন (অর্থাৎ নেককার বান্দাদের) দীর্ঘ হায়াত পাওয়াটা আল্লাহ পাকের রহমত, কাফের দীর্ঘ হায়াতে গুনাহ বেশি করবে আর মুমিন নেকী বৃদ্ধি করবে। **(তাফসীরে নুরুল ইরফান, ৭৭৬ পৃ:)**

(৪) শুধুমাত্র মুসিবতের সময় প্রতিপালককে স্মরণ করা আর সুখের সময় তাঁকে ভুলে যাওয়া কাফিরদের পদ্ধতি। মুসিবতে ধৈর্য এবং সুখের সময় শুকরিয়া আদায় করা মুমিনের গুণাবলি।

(তাফসীরে নুরুল ইরফান, ৭৭৬ পৃ:)

(৫) আম্বিয়ায়ে কেরামগণের عَلَيْهِمُ السَّلَام মাঝে আল্লাহ পাকের ভয় বেশি থাকে, কিন্তু আযাবের ভয় না রয়েছে আর না হবে, তাঁরা তো "لَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ" (অর্থাৎ তাঁদের কোন ভয় নেই) এর সত্যতা রয়েছে, বরং তাঁদের কাছে আল্লাহ পাকের ভীতি থাকে।

(তাফসীরে নুরুল ইরফান, ২৫২ পৃ:)

(৬) পরীক্ষিত যে, নবুয়তের ভন্ড দাবিদার সব সময় অপদস্ত অপমানিত হয়েছে এবং মন্দ অবস্থায় মরেছে। **(তাফসীরে নুরুল ইরফান, ৭৭৬ পৃ:)**

(৭) অধিকাংশ দুনিয়া এমন সময় ধোঁকা দিয়ে দেয় যখন তার খুব প্রয়োজন হয়। আর যখন তার আয়ত্বে এসে যাওয়ার আশা শক্তিশালী হয়ে যায়। এর দিন রাত পর্যবেক্ষণ হচ্ছে সুতরাং এর উপর অহংকার করা উচিত নয়। **(তাফসীরে নুরুল ইরফান, ২৫৪ পৃ:)**

www.dawateislami.net

কিয়ামত দিবসে আযাবের অবস্থাদি

(৮) কিয়ামতের দিন মুখ কালো হবে শুধুমাত্র কাফিরদের, যাদেরকে সব সময় জাহান্নামে থাকতে হবে। গুনাহগারদের মুখ ধূলিময় হবে এবং অন্যান্য কালো প্রভাব ছাড়াও যেমন পেশাদার ভিক্ষুকের মুখে মাংস থাকবে না এবং স্ত্রীর উপর ন্যায়বিচার যারা করেনি এমন ব্যক্তির একটি পার্শ্ব থাকবে না। কৃপণের কাঁধে তার সম্পদ সাপের আকৃতিতে আরোহন করবে। **(তাফসীরে নুরুল ইরফান, ৭৭৭ পৃ:)**

(৯) কুরআনুল করীমে লাওহে মাহফুযের বিস্তারিত ব্যাখ্যা রয়েছে। আর লাওহে মাহফুযে রয়েছে সকল জ্ঞান এবং পুরো কুরআন হুযুর পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ইলমে রয়েছে। সুতরাং হুযুর রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে আল্লাহ পাক সকল জ্ঞান দান করেছেন।

(তাফসীরে নুরুল ইরফান, ২৫৬ পৃ:)

(১০) খোদায়ী আবিষ্কার (সৃষ্টি) আর মানুষের আবিষ্কার (সৃজন) এর মাঝে পার্থক্য হল যেটার উপমা মানুষ থেকে হতে পারে সেটা হল মানুষের জিনিস অন্যথায় খোদায়ী সৃষ্টি। বিদ্যুৎ ও গ্যাস মানুষের সৃষ্টি, আর জোনাকিরা হলো খোদায়ী সৃষ্টি। **(তাফসীরে নুরুল ইরফান, ৭৭৭ পৃ:)**

(১১) হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام এর দোয়াই হযরত দাউদ عَلَيْهِ السَّلَام এর বয়স ৬০ এর পরিবর্তে ১০০ বছর হয়ে গেল। নেক আমল এবং সদকার মাধ্যমে বয়স এবং সম্পদ বাড়ে, এই কারণে দোয়া করার নির্দেশ রয়েছে। মনে রাখবেন! মৃত্যু আগে পরে না হওয়াটা কানুন আর আগে পরে হয়ে যাওয়াটা কুদরত, আমরা কানুনের আওতায় রয়েছি।

(তাফসীরে নুরুল ইরফান, ৭৭৮ পৃ:)

www.dawateislami.net

(১২) বুযুর্গদের কাছে হাসি-তামাশা করে কথা জিজ্ঞাসা করা কাফিরদের পদ্ধতি। **(তাফসীরে নুরুল ইরফান, ২৫৮ পৃ:)**

(১৩) প্রশ্নের চেয়ে উত্তর দেওয়াটা উত্তম, যেহেতু এতে উপকার রয়েছে।

(তাফসীরে নুরুল ইরফান, ২৫৮ পৃ:)

(১৪) সমস্ত মাখলুকের চেয়ে অধিক ইহসান আল্লাহ পাক মানুষের উপর করেছেন যে, তাদেরকে বিবেক দিয়েছেন। তাদের মাঝে আউলিয়া ও আম্বিয়া পাঠিয়েছেন। **(তাফসীরে নুরুল ইরফান,পৃ: ২৫৯)**

(১৫) ওলীর পরিচিত হল এটাই যে, মাখলুকের মুখে তাকে ওলী বলা হবে।

(তাফসীরে নুরুল ইরফান,পৃ: ৭৭৮)

(১৬) নবুয়ত তো হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর শেষ হয়ে গেছে তবে বেলায়ত কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। আউলিয়া আসতে থাকবে কারণ তাদের আসাটা ইসলামের সত্যতার জীবন্ত দলিল। যেই বৃক্ষের শাখায় ফুল-ফল আসে সেটার শিকড় জীবন্ত থাকে আর সেই শাখার সম্পর্ক শিকড়ের সাথে অটুট থাকে। **(তাফসীরে নুরুল ইরফান, পৃ: ৭৭৮)**

(১৭) আল্লাহ পাকের সাম্রাজ্য অসীম, সুতরাং হুযুর পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রিসালত অসীম। প্রধানমন্ত্রীর মন্ত্রীত্ব সম্রাজ্যের সকল সীমায় হয়ে থাকে। হুযুর পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আল্লাহ পাকের সম্রাজ্যের প্রধানমন্ত্রীর মত। মনে রাখবেন! আল্লাহ পাক কাউকে মন্ত্রী বানানো থেকে পবিত্র। আল্লাহ পাকের কোন মন্ত্রী নেই, তবে পৃথিবীর দেশগুলোর মধ্যে মন্ত্রী রয়েছে। **(তাফসীরে নুরুল ইরফান,পৃ: ৭৭৯)**

(১৮) রাতে অপ্রয়োজনে জাগ্রত থেকো না, রাতের প্রথম ভাগেই শুয়ে পড়। শেষ রাতে তাহাজ্জুদের জন্য জাগ্রত হওয়া সুন্নাত। শারীরিক আরাম ঘুমানোর মধ্যে নিহিত রয়েছে। **(তাফসীরে নুরুল ইরফান, পৃ: ২৬০)**

www.dawateislami.net

(১৯) উদ্দেশ্যহীন অর্থাৎ কোন লোভ ছাড়াই ওয়াজ করা অনেক শ্রেষ্ঠ। **(তাফসীরে নুরুল ইরফান, পৃ: ৭৭৯)**

(২০) ঈমানের জন্য কালেমা পড়া শর্ত। শুধুমাত্র অন্তরে ঈমান রাখা, মুখে চুপ থাকা মুমিন হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। **(তাফসীরে নুরুল ইরফান, পৃ: ২৬২)**

(২১) নফসের কু-প্রবৃত্তির জন্য মর্যাদাবান হওয়া কাফিরদের পদ্ধতি আর দ্বীনি মর্যাদাবান হওয়ার চেষ্টা করা আম্বিয়াগণের সুন্নাত। **(তাফসীরে নুরুল ইরফান, পৃ: ২৬২)**

(২২) নিজের একনিষ্ঠতার ঘোষণা করা বিশেষ করে নবীর দরবারে প্রকাশ করা রিয়া নয় বরং শ্রেষ্ঠত্ব। **(তাফসীরে নুরুল ইরফান,পৃ: ২৬২)**

(২৩) আবাসন ঘরে ঘরোওয়া মসজিদ বানানো, যেটাকে মসজিদে বায়ত বলা হয়, সুন্নাতে আম্বিয়া। নামাযের জন্য মুসলমান ঘরের কোন একটি অংশ পবিত্র ও পরিষ্কার রাখবে, সেখানে মহিলা ইতিকাফ করবে। ঘরে কিছু নামায পড়া উচিত, ফরয নামায মসজিদে আদায় করবে, সন্নাত, নফল ঘরে[১]। **(তাফসীরে নুরুল ইরফান, পৃ: ৭৭৯)**

(২৪) মুসিবতের সময় সুসংবাদ দেওয়া সুন্নাতে পয়গম্বরী অর্থাৎ মূসা عَلَيْهِ السَّلَام এর সুন্নাত। **(তাফসীরে নুরুল ইরফান, পৃ: ৭৭৯)**

---

১. সায়্যিদি আ'লা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: মুস্তাহাব হল এটাই যে, ফজর, যোহর, আসর এবং এশার সুন্নাত ঘরে আদায় করে মসজিদে যাবে, এতে সাওয়াব বেশি হবে কিন্তু এখন সাধারণ মুসলমানদের সুন্নাত মসজিদে পড়ার প্রচলন হয়ে গেছে আর এতে হিকমত হল ঘরে প্রশান্তি কম হয়ে থাকে যেটা মসজিদে হয়ে থাকে। আর সাধারণ মুসলমানদের বিপরীতে আমল করা নিজের উপর আঙ্গুল উঠানো, কুধারণা এবং গীবেতের দরজা উন্মুক্ত করে, এই কারণে মসজিদেই এই সুন্নাতগুলো আদায় করবে। **(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৭/৪১৫-৪১৬)**

www.dawateislami.net

(২৫) অন্তরে কঠোরতা হলো বড় আযাব, এটা থেকে আল্লাহ পাক হেফাযত করুক। এর আলামত হল চোখ থেকে অশ্রু বের না হওয়া, অন্তর ভালোর দিকে ধাবিত না হওয়া। **(তাফসীরে নুরুল ইরফান, পৃ: ৭৭৯)**

(২৬) ত্বাকিয়া করা অর্থাৎ সত্য কথা গোপন করা মুনাফিকের কাজ। মুমিনের ঈমান তার চেহারা, পোশাকের মাধ্যমে প্রকাশ পাবে। কাফিরদের মত আকৃতি বানানোও ত্বাকিয়ার মত কাজ।

(তাফসীরে নুরুল ইরফান, পৃ: ২৬৫)

সূরা হুদ থেকে অর্জিত ১৪টি সুন্দর কথা

(১) জান্নাতী লোক সেই, যার মধ্যে তিনটি গুণাবলি থাকবে: ঈমান, নেক আমল এবং সর্বাবস্থায় আল্লাহ পাকের দিকে মুখাপেক্ষিতা। সুখের সময় কৃতজ্ঞ হয়ে অর্থাৎ শোকর আদায় করে মুসিবতের সময় ধৈর্যধারণ করে আল্লাহ পাকের দিকে মুখাপেক্ষি হয়ে থাকবে।

(তাফসীরে নুরুল ইরফান, পৃ: ৭৮১)

(২) আম্বিয়ায়ে কেরামদের "بشر" (মানুষ) হয়তো আল্লাহ পাক বলেছেন অথবা তাঁরা নিজেরাই অথবা কাফিররা। চতুর্থত অন্য কেউ "بشر" (মানুষ) বলে আহবান করেনি। এখন যারা হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে মানুষ বলে ডাকছে বুঝে নিন তারা কারা। **(তাফসীরে নুরুল ইরফান, পৃঃ ২৭০)**

(৩) অজ্ঞতা থেকে অহংকার সৃষ্টি হয়, ইলম থেকে বিনয়ী ও অমুখাপেক্ষিতা। **(তাফসীরে নুরুল ইরফান,পৃ: ২৭০)**

(৪) মুমিনের প্রতি ভালোবাসা সুন্নাতে আম্বিয়া আর তাদের প্রতি ঘৃণা পোষণ করা কাফিরদের পদ্বতি। **(তাফসীরে নুরুল ইরফান, পৃ: ৭৮১)**

(৫) প্রত্যেক কাজে بِسْمِ الله পড়া অনেক পুরনো সুন্নাত। بِسْمِ الله এর সাথে সুযোগ অনুসারে শব্দ মিলিয়ে দেওয়া উচিত, অতঃপর ঔষুধ সেবনের

www.dawateislami.net

সময় "بِسْمِ اللهِ الشَّافِیْ بِسْمِ اللهِ الْكَافِیْ" পড়ুন আর জবেহ করার সময় "بِسْمِ اللهِ، اَللهُ اَكْبَرُ" বলুন, দম (ফুক) করার সময় "بِسْمِ اللهِ اَرْقِیْكَ" বলুন। **(তাফসীরে নুরুল ইরফান, পৃ: ২৭২)**

(৬) ইস্তিগফারের বরকতে সম্পদ ও সন্তান সন্ততিতে বরকত হয়, বৃষ্টি বর্ষণ হয়, এটা কুরআনী আমল এবং ইস্তিগফার পড়ার সর্বোত্তম সময় হল ফজরের নামাযের সুন্নাতের পর। **(তাফসীরে নুরুল ইরফান, পৃ: ২৭৪)**

(৭) বদ নজর এবং জাদু নবীর উপর প্রভাব বিস্তার করাটা এমন যেমন তলোওয়ার ও বিষের প্রভাব বিস্তার করা, কিন্তু শয়তান তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। **(তাফসীরে নুরুল ইরফান, পৃ: ২৭৪)**

(৮) তাওবা ও ইস্তিগফার অনেক পুরনো সুন্নাত, আদম عَلَیْهِ السَّلَام সর্বপ্রথম ইবাদত করেছিলন তাওবা। **(তাফসীরে নুরুল ইরফান, পৃ: ২৭৫)**

(৯) সাক্ষাতের সময় সালাম করা ফেরেশতা ও আম্বিয়ায়ে কেরামের সুন্নাত। সুন্নাত হল আগমনকারী সালাম করবে।

(তাফসীরে নুরুল ইরফান, পৃ: ২৭৬)

(১০) সুবহে সাদিকের সময় মাহবুব তথা (আল্লাহ পাকের প্রিয়ভাজনদের) উপর রহমত আসার সময় আর বিতাড়িতদের উপর আযাব আসার সময়, এজন্য ইস্তিগফার পড়া ও ইবাদত করা সুন্নাত।

(তাফসীরে নুরুল ইরফান, পৃ: ২৭৭)

(১১) আল্লাহ পাকের সাথে সরাসরি সম্পর্ক নবীদের হয়ে থাকে, তাঁদের মাধ্যমে অন্যান্য লোকেরা আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছতে পারে।

(তাফসীরে নুরুল ইরফান, পৃ: ২৮২)

(১২) পশুদের বরকতে কখনো কখনো মানুষের উপর রহমতের বৃষ্টি বর্ষণ হয়। **(তাফসীরে নুরুল ইরফান, পৃ: ২৮০)**

www.dawateislami.net

(১৩) দুনিয়াতে কিছুলোক সৌভাগ্যবান, কিছু দূর্ভাগা। অন্তরের নম্রতা, অধিক কান্না করা, দুনিয়ার প্রতি ঘৃণা, লজ্জা-শরম সৌভাগ্যবানদের আলামত। আর অন্তরের কঠোরতা, চোখের শুষ্কতা, দুনিয়ার প্রতি আগ্রহ, নির্লজ্জতা, দীর্ঘ আশা দূর্ভাগাদের আলামত।

(তাফসীরে নুরুল ইরফান, পৃ: ২৮০)

(১৪) সূফিয়ায়ে কেরামগণ (رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ) বলেন: একটি অটলতা হাজার হাজার কারামাতের চেয়ে উত্তম। ইস্তিকামাত তথা অটলতা হল বান্দা দুঃখ কষ্ট মুসিবত ও সুখের সময় আল্লাহ পাকের বন্দেগী থেকে বিমুখ হবে না, সর্বাবস্থায় সন্তুষ্টি থাকবে। ইস্তিকামাত বেলায়তের মূল। যেটার মাধ্যমে হুযুর পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সঙ্গ পায়।

(তাফসীরে নুরুল ইরফান, পৃ: ২৮১)

সূরা ইউসূফ থেকে পাওয়া ১৩টি সুন্দর কথা

(১) তাওবার ইচ্ছায় গুনাহ করা কুফরি, এটা আল্লাহ পাকের প্রতি নির্ভয়। এছাড়া কাউকে কষ্ট দিয়ে, কারো হক নষ্ট করে তাওবা করার দ্বারা মানুষ নেককার হতে পারে না। বান্দার হক শুধুমাত্র তাওবার মাধ্যমে মাফ হয় না। **(তাফসীরে নুরুল ইরফান, পৃ: ৭৮২)**

(২) মৃত্যুর সময় কালেমার তালকীন করা (ইউসূফ عَلَيْهِ السَّلَام) এর সুন্নাত।

(তাফসীরে নুরুল ইরফান, পৃ: ৭৮৪)

(৩) দ্বীন প্রচারের ক্ষেত্রে নরম শব্দ এবং মজবুত দলিল ব্যবহার করা উচিত।

(তাফসীরে নুরুল ইরফান, পৃ: ৭৮৪)

সাদিক ও সিদ্দিকের মধ্যে পার্থক্য

(৪) সাদিক সে, যে সত্য কথা বলে, সিদ্দিক সে, যে কথা ও কাজে এবং আকিদার ক্ষেত্রে সত্যবাদী। সাদিক সে, যে মিথ্যা বলে না, সিদ্দিক

www.dawateislami.net

সে, যে মিথ্যা বলতেই পারে না। সাদিক সে, যার কথা ঘটনা অনুসারে হয় আর সিদ্দিক সে, ঘটনা যার কথা অনুসারে হয়, যেমনটি সে বলে তেমনটি হয়ে যায়। **(তাফসীরে নুরুল ইরফান, পৃ: ২৮৯)**

(৫) আল্লাহ পাকের যিকির মুসিবত দূর করার জন্য অধিকতর উপকারী।

(তাফসীরে নুরুল ইরফান, পৃ: ২৯২)

(৬) বদ নজর থেকে বাঁচার জন্য তদবীর করা সুন্নাতে পয়গম্বরী (অর্থাৎ ইয়াকুব عَلَيْهِ السَّلَام এর সুন্নাত) **(তাফসীরে নুরুল ইরফান, পৃ: ৭৮৫)**

(৭) রোগীদের উপর বুযুর্গুদের তাবাররুকাত দেওয়া, ছিঠানো সুন্নাতে পয়গম্বরী (অর্থাৎ হযরত ইউসুফ عَلَيْهِ السَّلَام এর সুন্নাত।

(তাফসীরে নুরুল ইরফান, পৃ: ৭৮৬)

(৮) কারো ভুল ক্ষমা করে দেওয়ার পর পুনরায় সেটা আলোচনা না করা উচিত। **(তাফসীরে নুরুল ইরফান, পৃ: ২৯৭)**

(৯) ভাইদের মধ্যে মতবিরোধ যদিও শেষ সীমায় পৌঁছে যায় তা সত্বেও ভ্রাতৃত্বকে বিচ্ছিন্ন করে দেয় না। **(তাফসীরে নুরুল ইরফান,পৃ: ২৯৭)**

(১০) সাধারণ মুসলমানদের প্রতি উপদেশ হল তারা যেন তাদের উত্তম মৃত্যুর জন্য দোয়া করে আর দোয়ার পূর্বে আল্লাহ পাকের প্রশংসা করে এবং প্রত্যেক দোয়ার মধ্যে অবশ্যই আখিরাতের দোয়া করবে। শুধুমাত্র দুনিয়াবী দোয়ার উপর যথেষ্ট করবে না।

(তাফসীরে নুরুল ইরফান, পৃ: ৭৮৬)

(১১) মনে রাখবেন! হঠাৎ মৃত্যু উদাসিনদের জন্য আযাব আর বোধসম্পন্ন মুমিনদের জন্য আল্লাহ পাকের রহমত। কারণ অলস কাফির মৃত্যুর প্রস্তুতি পূর্বে থেকে করে না আর মুমিন সব সময় প্রস্তুত থাকে। **(তাফসীরে নুরুল ইরফান, পৃ: ২৯৮)**

www.dawateislami.net

(১২) হঠাৎ মৃত্যু সেটা নয় যেটার পূর্বে অসুস্থ হবে না বরং সেটার পূর্বে প্রস্তুতি না থাকা। **(তাফসীরে নুরুল ইরফান, পৃ: ২৯৮)**

(১৩) বুযুর্গানে দ্বীন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ এর জীবনী ঈমান ও তাকওয়া অন্তরে প্রশান্তি লাভের মাধ্যম। বুদ্ধিমান হল সে, যে জীবনী থেকে শিক্ষাগ্রহণ করে মুমিন হয়ে যায়। কাফির যতই চালাক হোক না কেন সে বোকা। যেই গাভী, মহিষ, শুধুমাত্র পায়খানা-প্রস্রাব করে আর দুধ দেয় না সেটা যবেহ করে দেওয়ার উপযুক্ত, যে জ্ঞান শুধুমাত্র দুনিয়া বানায় দ্বীন অর্জন করে না সেটা ধ্বংসের উপযুক্ত।

(তাফসীরে নুরুল ইরফান, পৃ: ৭৮৬)

সূরা আর-রাদ থেকে প্রাপ্ত ৪টি সুন্দর কথা

(১) দুনিয়াবী নেয়ামতের উপর অহংকার ভরা খুশি হওয়া কাফিরদের পদ্ধতি আর কৃতজ্ঞতায় খুশি হওয়া মুমিনদের পদ্ধতি।

(তাফসীরে নুরুল ইরফান, পৃ: ৭৮৭)

(২) দুনিয়ার জীবন হল সেটা, যেটা দুনিয়াবী ব্যস্ততা ও আল্লাহ পাক থেকে উদাসিনতায় অতিবাহিত হয়। এর প্রতিটি জায়গা মন্দ এবং সেটার জন্যই ফানা অর্থাৎ ধ্বংসযোগ্য কিন্তু যে জীবন আখিরাতের প্রস্তুতিতে অতিবাহিত হয় সেটা আল্লাহ পাকের অনুগ্রহে আখিরাতের জীবন, এটাই পবিত্র জীবন, এই জীবনে কোন ফানা তথা শেষ নেই।

(তাফসীরে নুরুল ইরফান, পৃ:৭৮৭)

(৩) গুনাহ থেকে তাওবার অলসতা মারাত্মক আযাব "এটা বিষ মিশ্রিত লাড্ডুর ন্যায়" আল্লাহ পাক নিরাপদ রাখুক। **(তাফসীরে নুরুল ইরফান, পৃ: ৩০৫)**

(৪) হুযুর পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আগমনে অথবা কুরআন নাযিল হওয়ার কারণে আনন্দ উদযাপন করা আল্লাহ পাকের পছন্দনীয়।

www.dawateislami.net

সুতরাং শবে কদর, শবে বেলাদত, উভয় ক্ষেত্রে আনন্দ উদযাপন করো, ইবাদত করো, শবে কদর হল কুরআন নাযিলের রাত। আর শবে বেলাদত কুরআন ওয়ালার আগমনের রাত, এই ধরনের আনন্দ উদযাপন করা ইবাদত। **(তাফসীরে নুরুল ইরফান, পৃ: ৩০৫)**

সূরা ইব্রাহিম থেকে অর্জিত ৫টি সুন্দর কথা

(১) কুরআনুল করীম হল বীজ, হুজুর পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হলেন রহমতের বৃষ্টি। যেমনিভাবে বীজ জমিনে বপন করার পর বৃষ্টির প্রয়োজন হয়, তেমনিভাবে আমরা কুরআন শুনে শিখে হুযুর পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কৃপাদৃষ্টির মুখাপেক্ষী। **(তাফসীরে নুরুল ইরফান, পৃ: ৩০৭)**

(২) যেই দিনগুলোর আল্লাহ পাকের প্রিয়জনদের সাথে বিশেষ সম্পর্ক হয়ে যায়, সেগুলো আল্লাহ পাকের দিন হয়ে যায়। **(তাফসীরে নুরুল ইরফান, পৃ: ৭৮৮)**

(৩) বুযুর্গানে দ্বীনের (رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ) স্মরণসভা করা, বড় ঐতিহাসিক দিনে ইবাদত করা আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام এর সুন্নাত।

(তাফসীরে নুরুল ইরফান, পৃ: ৭৮৮)

(৪) কোন ব্যক্তি হুযুর পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ফযিলত গণনা করতে পারবে না কারণ দুনিয়ার নেয়ামত সামান্য আর হুযুর পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ফযিলত মহান অর্থাৎ অনেক বেশি। যখন সামান্যকে গণনা করতে পারি না তাহলে বড় নেয়ামত কিভাবে গণনা করতে পারব। **(তাফসীরে নুরুল ইরফান, পৃ: ৩১২)**

দোয়া করার আদব

দোয়া নিজের ব্যক্তিগত থেকে শুরু করুন। মা-বাবাকেও দোয়াতে শামিল রাখুন, প্রত্যেক মুসলমানের জন্যও দোয়া করুন, আখিরাতের

www.dawateislami.net

দোয়া অবশ্যই করুন, শুধুমাত্র দুনিয়ার প্রয়োজনীয়তার দোয়াতে যথেষ্ট করবেন না। **(তাফসীরে নুরুল ইরফান,পৃ: ৩১৩)**

সূরা হিজর থেকে পাওয়া ৭টি সুন্দর কথা

(১) মূর্খের প্রলাপের জবাব না দেওয়া "সুন্নাতে ইলাহী"দেখুন! আল্লাহ পাক ইবলিসের প্রলাপের জবাব দেননি বরং বের করে দিয়েছেন।

(তাফসীরে নুরুল ইরফান,পৃ: ৩১৭)

(২) শয়তান মূলতঃ মানুষের শত্রু মানুষের কারণে অন্যান্যদেরও শত্রু; কারণ সে আদম عَلَيْهِ السَّلَام এর কারণে বিতাড়িত হয়েছে, সেটার প্রতিশোধ তাঁর সন্তানদের কাছ থেকে নিচ্ছে। **(তাফসীরে নুরুল ইরফান, পৃ: ৭৯০)**

(৩) আলিম সন্তান আল্লাহ পাকের অনেক বড় নেয়ামত।

(তাফসীরে নুরুল ইরফান, পৃ: ৩১৮)

(৪) মেহমানদারী চেনা অচেনার মাঝে সীমাবদ্ধ নয়।

(তাফসীরে নুরুল ইরফান,পৃ: ৩১৮)

(৫) আল্লাহ পাকের আযাব অধিকাংশ সকালে এসেছে। এই কারণে ফজরের নামায ও তাহাজ্জুদ রাখা হয়েছে যে, এই সকল আবিদ (তথা ইবাদতকারীদের) বদান্যতায় আযাব যেন ফিরে যায়।

(তাফসীরে নুরুল ইরফান,পৃ: ৩২০)

(৬) মুসলমানদের উচিত যে, কাফির ও কাফিরদের সম্পদ সরঞ্জামকে সম্মানের দৃষ্টিতে না দেখা। **(তাফসীরে নুরুল ইরফান, পৃ: ৭৯১)**

(৭) মুমিন যদিও মিসকিন, তবে তাকে সম্মান করুন এবং তার প্রতি বিনয়ী হোন। **(তাফসীরে নুরুল ইরফান, পৃ: ৭৯১)**

www.dawateislami.net

সূরা নাহল থেকে অর্জিত ১৭টি সুন্দর কথা

(১) মুমিনরা গুনাহের পরিপূর্ণ্ শাস্তি পাবে না, অনেক গুনাহের ক্ষমা হয়ে যাবে। **(তাফসীরে নুরুল ইরফান, পৃ: ৭৯২)**

(২) ওলামায়ে কেরাম বলেন, জান্নাতে প্রবেশ আল্লাহ পাকের দয়াই হবে আর সেখানে নিজের আমলের মাধ্যমে মর্যাদা পাবে।

(তাফসীরে নুরুল ইরফান, পৃ: ৩২৫)

(৩) ক্বারী (কুরআন তিলাওয়াতকারী) থেকে আলিম উত্তম। আর কুরআন তিলাওয়াতের চেয়ে কুরআন নিয়ে গবেষণা করা উত্তম, কারণ কুরআন নাযিল হওয়ার আসল উদ্দেশ্য হল গবেষণা করা।

(তাফসীরে নুরুল ইরফান, পৃ: ৭৯২)

(৪) প্রত্যেক জিনিস আল্লাহ পাকের দরবারে সিজদাকারী, যদিও আমাদের দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না। **(তাফসীরে নুরুল ইরফান,পৃ: ৩২৭)**

(৫) কন্যা সন্তান জন্ম হওয়ার কারণে দুঃখপ্রকাশ করা কাফিরদের পদ্ধতি, তবে হ্যাঁ, দ্বীনি খেদমতের জন্য পুত্র সন্তানের আশা করা আম্বিয়ায়ে কেরামের সুন্নাত। **(তাফসীরে নুরুল ইরফান, পৃ: ৩২৮)**

(৬) যে ব্যক্তি মন্দকে ভাল প্রমাণ করে সে শয়তান। একইভাবে যে ভালকে খারাপ বলে সেও ইবলিস। **(তাফসীরে নুরুল ইরফান, পৃ: ৭৯৩)**

(৭) বুযুর্গুদের ওয়াজ, নসিহত মৃত অন্তরকে জীবন দান করে। অলস অন্তর শুকনো জমিন। কামিলের কৃপাদৃষ্টি বৃষ্টির পানি, যেটার সমুদ্র হলো মদীনা মুনাওয়ারা। **(তাফসীরে নুরুল ইরফান, পৃ: ৩২৯)**

(৮) সূফিয়ায়ে কেরামগণ (رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ) বলেন: হে মানুষ! যেভাবে আল্লাহ পাক তোমাকে খাঁটি দুধ পান করিয়েছেন যার মধ্যে গোবর, রক্তের কোন মিশ্রন নেই, তুমিও আল্লাহ পাকের দরবারে খাঁটি ইবাদত কর যেখানে রিয়া ইত্যাদির মিশ্রণ নেই। **(তাফসীরে নুরুল ইরফান, পৃ: ৩২৯)**

www.dawateislami.net

মৌমাছি আর দরুদ শরীফ

(৯) মৌমাছি ফুল বাগানে ফুলের রস চুষে হুযুর পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর দরুদ শরীফ পাঠ করে করে আসতে থাকে, এর বরকতে সেই মধুতে শিফা রয়েছে কারণ দরুদ শরীফ শিফা। এই দরুদ শরীফ কুদরতীভাবে মৌমাছিকে শিখানো হয়েছে, এই দরুদ শরীফের মিষ্টতা মধুতে রয়েছে, সুতরাং যেমনিভাবে দরুদ শরীফের বরকতে ফুলের পানসে রস মিষ্টি হয়ে যায়, اِنْ شَآءَ الله দরুদ শরীফের বরকতে আমাদের নিরস ইবাদতের মধ্যে কবুলিয়্যতের (গ্রহণযোগ্যতা) মিষ্টতা এসে যাবে। **(তাফসীরে নুরুল ইরফান, পৃ: ৭৯৩)**

শৈশব থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত

(১০) মানুষের বয়সের পাঁচটি মঞ্জিল (স্তর)। সাত বছর পর্যন্ত শৈশবকাল, চৌদ্দ বছর পর্যন্ত বাল্যকাল, ত্রিশবছর পর্যন্ত যৌবনকাল অর্থাৎ যুবক, অতঃপর প্রৌঢ় অর্থাৎ মধ্য বয়স, এরপর বৃদ্ধকাল। নিজের এই অবস্থাগুলো দেখে চিন্তা কর আমরা অন্য কারো হাতে রয়েছি। মরে যাওয়ার পর যতক্ষণ চাইবেন আমাদের মৃত রাখবেন আর যখন চাইবেন জীবিত করবেন। **(তাফসীরে নুরুল ইরফান, পৃ: ৭৯৩)**

(১১) ওই মুমিন উত্তম, যে নিজে নেককার এবং অন্যকেও নেককার বানায়। **(তাফসীরে নুরুল ইরফান,পৃ: ৩৩১)**

(১২) আল্লাহ পাকের কাছে মুমিন ও কাফের সমান নয় সেখানে নবী ও সাধারণ মানুষ কিভাবে সমান হতে পারে। **(তাফসীরে নুরুল ইরফান,পৃ: ৩৩১)**

www.dawateislami.net

(১৩) কিয়ামতের দিন কাফিরদের গুনাহ উন্মুক্তভাবে প্রকাশ করা হবে এবং তাদের নেকীর কোন আলোচনাই করা হবে না। তবে মুসলমানদের নেকী উন্মুক্তভাবে প্রকাশ করা হবে, গুনাহের হয়তো ক্ষমা হয়ে যাবে অথবা সেগুলোর হিসাব গোপনে নেওয়া হবে যাতে অপরাধী অপমানিত না হয়। **(তাফসীরে নুরুল ইরফান, পৃ: ৭৯৪)**

(১৪) সূফীয়ায়ে কেরামগণ (رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ) বলেন: যেই নেকী রিয়ার জন্য করা হয় সেটা তোমাদের কাছে থাকবে এবং তোমাদের মত সেটাও ধ্বংস হয়ে যাবে। আর যেই নেকী আল্লাহ পাকের জন্য করবে সেটা আল্লাহ পাকের কাছেই থাকবে এবং বাকি থাকবে।

(তাফসীরে নুরুল ইরফান,পৃ: ৩৩৪)

(১৫) দুনিয়ার জীবনকে আখিরাতের জন্য প্রিয় মনে করা মুমিনের কাজ, তারা এই জীবনকে আখিরাতের পাথেয় জমা করার মাধ্যম বানায়। আর আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবনকে প্রিয় জানা কাফিরদের কাজ। **(তাফসীরে নুরুল ইরফান, পৃ: ৭৯৪)**

(১৬) সবচেয়ে বড় দূর্ভাগ্য হলো অন্তরের অলসতা। আর সবচেয়ে বড় সৌভাগ্য হলো অন্তরের রাত্রি জাগরণ। **(তাফসীরে নুরুল ইরফান, পৃ: ৩৩৬)**

(১৭) হুযুর পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর ঈমান আনা আন্তরিক শুকরিয়া। তাঁর অনুসরণ করা আমলী শুকরিয়া আর মৌখিকভাবে প্রশংসা ও গুণকীর্তন করা মৌখিক শুকরিয়া। **(তাফসীরে নুরুল ইরফান,পৃ: ৩৩৭)**

সূরা বনী ইসরাইল থেকে অর্জিত ১৩টি সুন্দর কথা

(১) বেকার থাকা উপার্জন না করা গুনাহ। আল্লাহ পাক হাত-পা দিয়েছেন উপার্জন করার জন্য, সেগুলোকে অকেজো করো না, উপার্জন করো, দিন উপার্জনের জন্য আলোকিত করা হয়েছে। **(তাফসীরে নুরুল ইরফান,পৃ: ৩৪০)**

www.dawateislami.net

(২) রিযিক আল্লাহ পাকের দয়া, শুধুমাত্র আমাদের উপার্জনের ফল নয়, সুতরাং নিজের যোগ্যতার উপর গর্ব করিওনা তার দয়া প্রার্থনা কর। **(তাফসীরে নুরুল ইরফান,পৃ: ৩৪০)**

(৩) মুমিনের অন্তর দুনিয়াতে থাকে, অন্তরে দুনিয়া থাকে না, তাতে দ্বীন থাকে। পানিতে নৌকা চলে, নৌকাতে পানি থাকলে সেটা ডুবে যায়। **(তাফসীরে নুরুল ইরফান,পৃ: ৩৪১)**

(৪) হযরত উসমান رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: যখন থেকে আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি কখনো মিথ্যা বলিনি। **(তাফসীরে নুরুল ইরফান,পৃ: ৩৪৪)**

(৫) যদিও প্রত্যেক কিছু তাসবীহ পাঠ করে কিন্তু ওই তাসবীহগুলোর প্রভাবে পার্থক্য রয়েছে। এই কারণে সবুজের তাসবীহতে মৃত ব্যক্তির কবরের আযাব হালকা হয়। যদিও স্বয়ং কাফন ও কবরের মাটিও তাসবীহ পাঠ করছে, এই কারণে কবরের উপর ফুল ও সজীবতা রাখা হয়। একইভাবে কাফির ও মুমিনের তাসবীহতে পার্থক্য রয়েছে বরং মুমিনদের মধ্যে ওলী ও সাধারণ মানুষের ইবাদতের মাঝে পার্থক্য আছে। **(তাফসীরে নুরুল ইরফান, পৃ: ৩৪৪)**

(৬) নবীর অভ্যন্তরীণ নুরের সম্মান না করা শুধুমাত্র বাহিরের অবস্থা দেখে তাঁকে মাটির বা মানুষ বলা শয়তানের কাজ। **(তাফসীরে নুরুল ইরফান, পৃ: ৩৪৭)**

মাসুম ও মাহফুযের মধ্যে পার্থক্য

(৭) আম্বিয়ায়ে কেরাম মাসুম আর কতিপয় আউলিয়ায়ে কেরাম মাহফুয। মাসুম হল তারা যারা গুনাহ করতে পারে না। মাহফুয হল তারা যারা গুনাহ তো করতে পারে তবে করে না। নবুয়তের জন্য মাসুম হওয়া আবশ্যক তবে বেলায়তের জন্য হেফাযত থাকা আবশ্যক নয়। যাকে আল্লাহ পাক চান মাহফুয রাখেন, যেমন খোলাফায়ে রাশেদীন প্রমুখ। **(তাফসীরে নুরুল ইরফান, পৃ: ৭৯৭)**

www.dawateislami.net

(৮) মানুষ অন্যান্য মাখলুকের তুলনায় উত্তম ও সম্মানিত, এজন্য তাকে আশরাফুল মাখলুকাত বলা হয়। মানুষের মধ্যেই নবী ও ওলী রয়েছে।

(তাফসীরে নুরুল ইরফান, পৃ: ৩৪৮)

(৯) ষাড় ক্ষেত খামারে পরিশ্রম করে থাকে কিন্তু সে ঘাস ও ভুষি খায়, মানুষ পরিশ্রম কম করে তবে ফল, দুধ ঘি খায়, এটা আল্লাহ পাকের দয়া। **(তাফসীরে নুরুল ইরফান, পৃ: ৩৪৮)**

(১০) সুখের সময় আল্লাহকে ভুলে যাওয়া আর শুধুমাত্র মুসিবতের সময় লম্বা দোয়া করা আর কবুল হতে দেরী হলে নিরাশ হয়ে যাওয়া কাফির বা অলসদের আলামত। মুসলমানদের উচিত যে, এই তিনটি দোষ থেকে পবিত্র থাকা। **(তাফসীরে নুরুল ইরফান,পৃ: ৭৯৮)**

(১১) যখন মানুষ চন্দ্র সূর্যের মত উদাহরণ বানাতে পারবে না তবে কুরআনের মত কিভাবে বানাবে, অতঃপর আরবের কাফিররা আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল কিন্তু কুরআনুল করীমের একটি আয়াতের অনুরুপ বানাতে পারেনি। **(তাফসীরে নুরুল ইরফান,পৃ: ৩৫০)**

(১২) কুরআন তিলাওয়াতের উপর কান্না করা সুন্নাত।

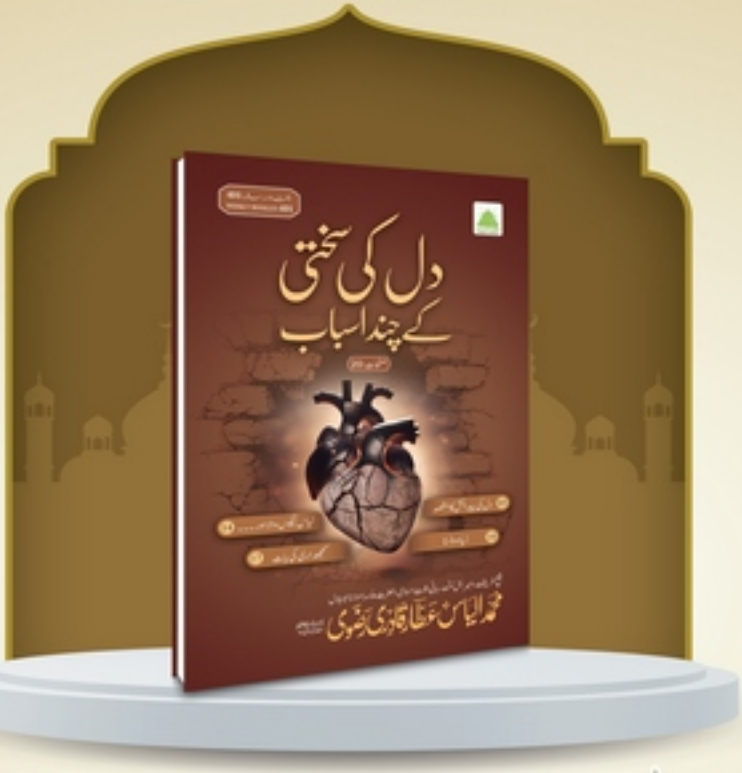
(তাফসীরে নুরুল ইরফান, পৃ: ৭৯৮)

(১৩) কুরআনুল করীম অন্তরে নম্রতা এবং বিনয় সৃষ্টি করে।

(তাফসীরে নুরুল ইরফান,পৃ:৭৯৮)

www.dawateislami.net

আগামী সপ্তাহের পুস্তিকা



মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

পুরাতন বাবুপাড়া ফয়যানে শাহজালাল মসজিদ নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৮৭৬৮৪৫০৩৪

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net